দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 JAN 1987

পৃষ্ঠা 5

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পরীক্ষায় স্কুলের দুর্নীতি

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এসএসসি পরীক্ষায় বিভিন্ন স্কুলের দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ নিয়েছে। টাকার বিনিময়ে বহু পরীক্ষার্থীকে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে গত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার দায়ে ৯টি হাই স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ সাসপেন্ড হয়েছেন, স্কুলগুলির অনুদান বন্ধের বিষয় বিবেচিত হচ্ছে। এসব স্কুল থেকে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের সবার ফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছিল। পরে কিছু কিছু পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করা হয়। এই ঘটনা থেকে যে সত্য স্পষ্ট হচ্ছে তা হল, কেবল একশ্রেণীর পরীক্ষার্থীই নয়, কিছু সংখ্যক স্কুলও পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে লিপ্ত। এ কারণেই নকলের প্রবণতা বেড়েছে। নকলের অবাধ সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে কেন্দ্র বদলাচ্ছে, শহর থেকে গ্রামের স্কুলে যাচ্ছে। মফস্বল ও গ্রামের এক শ্রেণীর স্কুল মোটা অর্থের বিনিময়ে কোন প্রকার বাছাই পরীক্ষা না নিয়েই এই সব ছাত্র-ছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করছে। এই ধরনের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত বেশি, পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত রিপোর্টটিতেই তার কিছুটা হিসাব রয়েছে। একটি স্কুলের ৪২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২২০ জনই বাইরের অনিয়মিত পরীক্ষার্থী। আরেকটি স্কুলের ১৪৪ জনের মধ্যে ১২১ জনই বাইরের। আরেক স্কুলের ১৮১ জনের মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র একজন।

এভাবে স্কুল ও কেন্দ্র বদল করে নকলের সব রকম সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং পাস করার ফলে শিক্ষার, শহরের পরীক্ষার্থীদের ও প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে।

পরীক্ষায় দুর্নীতিতে লিপ্ত স্কুল কেবল ন'টিই নয় এবং ঢাকা বোর্ডেই সীমিত নয়। এ রকম স্কুল আরও অনেক আছে এবং আছে ৪টি শিক্ষা বোর্ডেই। যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে সকল দোষী স্কুল-কলেজের সন্ধান বের করে সবগুলির বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার। সেই সঙ্গে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারেও উদ্যোগী হতে হবে। কারণ, এই পদ্ধতিতেই নিহিত রয়েছে নকল ও দুর্নীতির সুযোগ।